ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিকান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত শতকরা হার%	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্ত শতকরা হার%
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিএফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা					
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	ধর্ম মন্ত্রণালয়	০২	০২	০০টি	০০টি	০২টি	০২টি	২০%	০০টি	০০

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা- ০২টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল:

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল
১। ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম (১ম সংশোধিত) শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন।	৮৩২.০০	জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫
২। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৫ম পর্যায়) প্রকল্পের সমাপ্তি মুল্যায়ন প্রতিবেদন।	১২১১৬.৮৮	জানুঃ/২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৪

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্র ম (১ম সংশোধিত) শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্প।	প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের মেয়াদকালে লক্ষ্যমাত্র অনুযায়ী জিওবি টাকা ছাড় না হওয়ায় প্রকল্পটি উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ বছর বৃদ্ধি করে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৩২.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয় যা মুল প্রাক্কলিত থেকে ৭.৩৬% বেশী।

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:-

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১ শিশু কিশোর ও যুব সমাজের নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়ক পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে গুরুত্ব কম দেয়া।	৪.১ শিশু-কিশোর ও যুবসমাজের চরিত্র গঠনের সহায়ক পুস্তকসহ কুরআন হাদীসের অনুবাদ এবং তাফসীর ও জীবনী গ্রন্থকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।
৪.২ ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত বইয়ের প্রচার কম হওয়া।	৪.২ পুস্তক ও পত্রিকাসমূহ বিপননের সুবিধার্থে বিভিন্ন ইসলামিক প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে প্রচারমূখী কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে বই প্রদর্শনী ও স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে স্টল নিয়ে বিক্রয় ও প্রচারের ব্যবস্থা করা যায়।
৪.৩ পুস্তক বাধাইয়ের ক্ষেত্রে সমাতন পদ্ধতি ব্যবহার অর্থাৎ হাতের সাহায্যে সকল বই বাধাই করা হয় যা দ্রুত গতিতে কাজ করার ক্ষেত্রে অন্তরায়।	৪.৩ পুস্তক বাধাইয়ের ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতির ব্যবহার অর্থাৎ হাতের সাহায্যে বই বাধাইয়ের পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
৪.৪ বিভলাবিং ফান্ডের অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়া এবং	৪.৪ রিভলিং ফান্ডের অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
৪.৫ প্রকল্প ২০১৪-১৫ অর্থবছরে Internal Audit সম্পন্নহলে External Audit সম্পন্ননাহওয়া।	৪.৫ প্রকল্পের External Audit সম্পন্ন করে তা ছায়ালিপি পরিকল্পনা ও আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।

"ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত জুন, ২০১৫)

১। **প্রকল্পের অবস্থান :** আগারগাঁও, ঢাকা।

২। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ :** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা :** ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৭৭৫.৯০ (-) (২০০.০০ সংস্থার নিজস্ব)	৮৩২.০০ (-) (২০০.০০ সংস্থার নিজস্ব)	৮৩২.০০ (-) (২০০.০০ সংস্থার নিজস্ব)	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৪	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫	৫৬.১০ (৭.২৩%)	১ বছর (৫০%)

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	একক	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	বেতন ভাতাদি	জন	১৮০.৮৪	২৭ জন	১৮০.৮৪	২৭ জন
২.	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	সংখ্যা	৫৯৩.৪১ (২০০.০০ নিজস্ব)	২৭৮৬ ফর্মা (৬৮ সংখ্যা)	৫৯৩.৪১ (২০০.০০ নিজস্ব)	৪০২৫ ফর্মা (১৪৩ সংখ্যা)
৩.	পরিবহন ব্যয়	সংখ্যা	৩০.১০	৬৪ জেলা	৩০.১০	৬৪ জেলা
৪.	স্টেশনারী	থোক	৭.৩১	থোক	৭.৩১	থোক
৫.	কমিটি সভা	সংখ্যা	৩.৩৪	৫৩ টি	৩.৩৪	৫৩ টি
৬.	বিবিধ	থোক	১৩.০০	থোক	১৩.০০	থোক
৭.	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	থোক
	মোটঃ		**৮৩২.০০**		**৮৩২.০০**	

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কোন অঙ্গের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের পারিবারিক , ব্যক্তিগত জীবনসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জগত সম্পর্কে একমাত্র ইসলামই সমাধান দিতে সক্ষম। ইসলাম সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটন করে সমাজে শা ন্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে স্থিতিশীলতা স্থাপন করতে চায়। সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে এবং দেশের জনগণকে সে সম্পর্কে অবহিত করতে হলে বাংলা ভাষায় ইসলামী পুস্তক, সাময়িকী ইত্যাদি

প্রকাশ ও গবেষণা কার্যক্রম সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মৌলিক প্রামাণ্য প্রকাশনা, গবেষণা গ্রন্থ ও অন্যান্য ভাষা হতে অনূদিত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে নেই বললেই চলে। কাজেই বাংলা ভাষায় ইসলামের নানা দিকের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ ব্যাপকভাবে প্রকাশি ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া প্রকাশনা, অনুবাদ ও গবেষণা কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ কার্যক্রম যতই অগ্রগতি লাভ করবে ইসলাম সম্পর্কে সমগ্র জাতি ততই বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষ ণ লাভ করতে সক্ষম হবে এবং নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হবে। অতএব, নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের "ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম " জাতির জন্য অতীব কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ কর্মসূচি। এ লক্ষ্যে ৮৩২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত 'ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। মূলত ইসলামী জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার এবং প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামী পুস্তক রচনা, গবেষণা ও অনুবাদ কাজ পরিচালনা করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>** প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়ঃ

ক) ইসলামী মূল্যবোধের প্রচার, প্রসার এবং মূল্যবোধকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ইসলামের বিভিন্ন দিক যেমন- ইসলামী দর্শন, তাহজীব-তমুদ্দুন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান এবং কারিগরি, সমাজ বিজ্ঞান, আইন এবং বিচার ইত্যাদি বিষয়ের উপর গ্রন্থ, বুকলেট, বিভিন্ন সাময়িকী এবং ম্যাগাজিন প্রকাশ করা;

খ) সাধারণ জনগণের চাহিদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বাংলা ভাষা য় ইসলামী সাহিত্যকে স্ব-নির্ভর করার মাধ্যমে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি সাধন করা;

গ) আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় কুরআন, হাদীস, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামী শরীয়ত ও আর্থ-সামাজিক দিকসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রকাশনা;

ঘ) আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ), সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও আওলিয়ায়ে কিরাম (র)-এর উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা;

ঙ) যুগোপযোগী চাহিদার আলোকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করা;

চ) ইসলামী শরীয়াহ ও আইনের উপর বিশেষ গ্রন্থ সংকলন, প্রণয়ন ও প্রকাশনা; এবং

ছ) ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর পুনর্মুদ্রণসহ ৮৮টি পুস্তক, পত্রিকা ও গবেষণা পত্র প্রকাশ করা।

৮। <u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ</u>

প্রকল্পটির ডিপিপি'র উপর ২১/১১/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে ১০/১২/২০১২ তারিখে ৭৭৫.৯০ লক্ষ টাকা (২০০.০০ টাকা সংস্থা র নিজস্ব তহবিল) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ১৭/১২/২০১২ তারিখে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদকালে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জিওবি'র টাকা ছাড় না হওয়ায় প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধা ন্ত অনুযায়ী প্রকল্প সংশোধন করে মেয়াদকাল ১ বছর বৃদ্ধি করে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৩২.০০ লক্ষ টাকা নির্ধার ণ করা হয় যা মূল প্রাক্কলিত ব্যয় থেকে ৭.৩৬% বেশী। অতএব ২২/০৯/২০১৪ তারিখে মোট ৮৩২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৬৩২.০০+রিভলভিং ফান্ড ২০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫ বাস্তবায়ন মেয়াদে প্রকল্পের (১ম সংশোধিত) ডিপিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯। বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর অনুসারে)

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়			আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
জিওবি (প্রঃসাঃ)	রিভলভিং ফান্ড (সংস্থার নিজস্ব)	মোট		মোট	টাকা	প্রঃ সা		মোট	টাকা	প্রঃ সা
৬৩২.০০ (-)	২০০.০০	৮৩২.০০	২০১২-২০১৩	২৮৬.০০ (১৮৬.০০ নিজস্ব)	২৮৬.০০ (১৮৬.০০ নিজস্ব)	-	১০০.০০	২৮৬.০০ (১৮৬.০০ নিজস্ব)	২৮৬.০০ (১৮৬.০০ নিজস্ব)	-
			২০১৩-২০১৪	২৩৯.০০ (১৪.০০ নিজস্ব)	২৩৯.০০ (১৪.০০ নিজস্ব)	-	২২৫.০০	২৩৯.০০ (১৪.০০ নিজস্ব)	২৩৯.০০ (১৪.০০ নিজস্ব)	-
			২০১৪-২০১৫	৩০৭.০০	৩০৭.০০	-	৩০৭.০০	৩০৭.০০	৩০৭.০০	-
			মোটঃ	৬৩২.০০	৬৩২.০০	-	৬৩২.০০	৮৩২.০০ (২০০.০০ নিজস্ব)	৮৩২.০০ (২০০.০০ নিজস্ব)	-

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০১.	আবু হেনা মোস্তফা কামাল (পরিচালক), ইসলামিক ফাউন্ডেশন।	০১-০৭-২০১২	প্রযোজ্য নয়

১১.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

পিসিআর প্রাপ্তির পর সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য গত ০৯/১১/২০১৫ তারিখে প্রকল্প কার্যালয় (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও) এবং ১০/১২/২০১৫ তারিখে সিলেট জেলার কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত স্ট্যাফদের সাথে আলোচনা করা হয়। নিম্নে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বিবরণ দেয়া হলোঃ

চিত্র-১: "ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম" প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়

(ক) ঢাকা জেলা (প্রধান কার্যালয়):

পরিদর্শনকালে দেখা যায়, উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, গ্রন্থাদিসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য বই প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন অর্থ বছরে 'ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম' প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত পুস্তকের বিবরণ/তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

প্রকাশিত বইয়ের ক্যাটাগরি:

অর্থ বছর	সাহিত্য সম্পর্কীয়	ধর্ম সম্পর্কীয়	সংস্কৃতি সম্পর্কীয়
২০১২-১৩	৮ (২২৫ ফর্মা)	১২ (৩৩৬ ফর্মা)	৯ (২৫২ ফর্মা)
২০১৩-১৪	১৫ (৪২০ ফর্মা)	২০ (৫৬০ ফর্মা)	১৪ (৩৯২ ফর্মা)
২০১৪-১৫	১৮ (৫০৪ ফর্মা)	২৫ (৭০০ ফর্মা)	২২ (৬১৬ ফর্মা)
মোটঃ	৪১ (১১৪৯ ফর্মা)	৫৭ (১৫৯৬ ফর্মা)	৪৫ (১২৬০ফর্মা)
সর্বমোটঃ ১৪৩ প্রকার পুস্তক (৪০০৫ ফর্মা)			

রিভলবিং ফান্ড সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প থেকে প্রকাশিত পুস্তক বিক্রি করার অর্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রিভলবিং ফান্ডে জমা করা হয়। উক্ত টাকা ব্যয়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অর্থাৎ উক্ত টাকা ব্যয়ের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। ফলে জমাকৃত টাকা ব্যবহার করার কোন সুযোগ নেই। উল্লেখ্য, বর্ণিত প্রকল্পটির অনুরুপ প্রকল্প 'ইসলামী প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও বিশ্বকোষ (১ম থেকে ৫ম পর্যায়) বিভিন্ন নামে ১৯৭৮ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

লেখকদেরকে সম্মানী প্রদান সংক্রান্ত তথ্যঃ

লেখক/গবেষকদেরকে প্রকাশিত পুস্তকের মূল্যের ১৫% হারে রয়্যালটি প্রদান করা হয়। আর অনুবাদকদের জন্য (ইংরেজী ও উর্দু থেকে বাংলা) প্রতি হাজার শব্দ ১৫০০/- হারে সম্মানী দেয়া হয়।

প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পটিতে মোট ২৭ জন জনবল কর্মরত আছে। তার মধ্যে ৭ জন রাজস্ব খাতভুক্ত এবং উক্ত প্রকল্পে প্রেষণে নিয়োজিত। বাকি ২০ জন সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত।

পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের তথ্য:

"ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম" প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত সকল বই প্রথমে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বুক ষ্টোরে জমা রাখা হয়। পরে সেখান থেকে দেশের ৬৪টি জেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা অফিসগুলোতে প্রেরণ করা হয়। অর্থাৎ প্রকাশিত বইগুলো সারাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৬৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। ফলে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য পুস্তক প্রকাশনার মাধ্যমে জনগণের নিকট প্রকল্পটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমাজের চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকাশনা কার্যক্রমের সফলতার মাধ্যমে দেশে-বিদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ভাব-মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংস্থাটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে।

প্রকাশিত পুস্তকের ধরণ এবং লেখক পরিচিতিঃ

বাংলাদেশে র কওমী আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণকে পূর্বে আরবী ও উর্দু ভাষার জ্ঞান চর্চা করতে হতো। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, গবেষক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাংলা ভাষায় এসব গ্রন্থরাজি প্রকাশ করার ফলে বাংলায় ব্যাপকভাবে ধর্মীয় জ্ঞান চর্চার সুযোগ হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের জনগণের চাহিদা অনুযায়ী যেসব বই-পুস্তক ইসলামী জ্ঞানার্জনে সহায়ক এরূপ বইও ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে দেশ ও জাতির, লেখক, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষকসহ সর্বস্তরের জনগণ ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাচ্ছে। এ সকল প্রকাশিত বই-পুস্তকের তালিকা (সংযুক্তি-১) এ দেয়া হলো।

প্রকাশিত পুস্তকের উপকারীতাঃ

"ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম" প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত বই পড়ে সাধারণ জনগণ, লেখক, কবি, ছাত্র-শিক্ষক, ইমাম, সাহিত্যিক ও গবেষকগণ উপকৃত হ ছেন। ইসলামের ক্লাসিক গ্রন্থগুলো মূলত আরবী ভাষায় লিখিত , কিছু কিছু বই উর্দু ভাষায় অনুদিত হয়েছে। এসব আরবী ও উর্দু ভাষায় লিখিত ক্লাসিক বই-পুস্তক আমাদের দেশের বাংলা ভাষাবাসী লোকজনকে অধ্যয়ন করতে যেয়ে অনেক সমস্যায় পড়তে হতো। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের চেষ্টার ফলে এসব ভিন্ন ভাষায় লিখিত ক্লাসিক বইগুলি বাংলা ভাষায় অনুবাদ/ভাষান্তর করার ফলে এ দেশের জ্ঞানী-গুনী সর্বস্তরের জনগণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন।

বই প্রকাশনার প্রাথমিক কার্যক্রমঃ

বই প্রকাশনার জন্য প্রথমে বিভিন্ন লেখকদের কাছ থেকে পান্ডুলিপি সংগ্রহ করা হয়। পান্ডুলিপি সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে-

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক নতুন করে পুস্তক ছাপানোর লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, কলেজ পর্যায়ে বিজ্ঞ ইসলামিক পন্ডিত ব্যক্তি, ইসলামী গবেষক, চিন্তাবিদ ইত্যাদি প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট থেকে আগত পান্ডুলিপি প্রথমে রিভিউ করানো হয়। রিভিউ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পান্ডুলিপি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশের উপযোগী কী না এবং লেখক-গবেষক সহ সর্বস্তরের লোকের চাহিদা পূরণে সক্ষম কী না তদ্বিষয়ে রিভিউয়ারের নিকট থেকে সুনির্দিষ্ট মতামত চাওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে একাধিক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগত (একক) ভাবে বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশের উপযোগী বলে মতামত দেয়ার পরই কেবল পান্ডুলিপিটি প্রাথমিকভাবে প্রকাশের জন্য বিবেচনা করা হয়।

বিজ্ঞ রিভিউয়ারগণের নিকট থেকে পান্ডুলিপি প্রকাশের স্বপক্ষে মতামত প্রাপ্তির পর ধর্মীয় চি ন্তাবিদ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডির সম্মানীত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত প্রকাশনা কমিটিতে পান্ডুলিপি পুনরায় যাচাই-বাছাই করা হয়। এই সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট থেকে পান্ডুলিপিটি মুদ্রণের স্বপক্ষে মতামত প্রাপ্তির পর মুদ্রণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। সুতরাং এভাবে এদেশের শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত, লেখক-গবেষক, সাহিত্যিক, ছাত্র-শিক্ষকদের উপযোগী ইসলামের প্রচার-প্রসারে সহায়ক পান্ডুলিপি মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়।

ইসলমিক ফাউন্ডেশন থেকে ইতোপূর্বে প্রকাশিত বইয়ের পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গঃ

প্রথমতঃ ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলাম সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতামতের ভিত্তিতে পুস্তক পুনরায় প্রকাশের জন্য নির্বাচন করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ আরবী, উর্দু, ইংরেজী বা অন্য ভাষায় রচিত ইসলামের ক্লাসিক গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থাদি যা ইতোপূর্বে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিক্রয় হয়েছে বা শেষ হয়ে গিয়েছে কেবল সে সকল বইগুলো পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়। এই ক্ষেত্রে ক্রেতাদের চাহিদা ও বিক্রয়ের কাটতি ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পুনর্মুদ্রণ কমিটিও পুনর্মুদ্রণের জন্য বই-পু স্তকসহ এসব বিষয়াদি যাচাই-বাছাই পূর্বক সুপারিশ করে থাকে। সুতরাং প্রকৃত চাহিদার প্রেক্ষিতেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মুদ্রিত এবং বিক্রিত পুস্তক/বইয়ের পরিমাণঃ

প্রকল্প মেয়াদে ৪০ ০৫ ফর্মা তথা ১৪৮ টাইটেলের মোট ৫,৩৫,৫২০ কপি বই মুদ্রিত হয়েছে। মুদ্রিত বইয়ের প্রায় ৭০%-৮০% বই ইতোমধ্যে বিক্রয় ও জেলাসহ সকল বিক্রয় কেন্দ্রে প্রেরিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৬৪ জেলা কার্যালয়ের বিক্রয় কেন্দ্র, বায়তুল মোকাররমের একাধিক কেন্দ্রীয় বিক্রয় কেন্দ্র ও ২১ শে বই মেলাসহ বিভিন্ন বই মেলার মাধ্যমে পুস্তক বিক্রয় ও বিতরণ করা হয়ে থাকে।

বই প্রকাশনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে গেলে নিম্নোক্ত কাজগুলি সম্পন্ন করতে হয় :

১. পান্ডুলিপি গ্রহণ
২. পান্ডুলিপি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আভ্যন্তরীণ সম্পাদক কর্তৃক যাচাই-বাছাই
৩. বাইরের বিজ্ঞ ২-৩ জন রিভিউয়ার কর্তৃক যাচাই-বাছাই
৪. প্রকাশনা কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই
৫. কম্পোজ
৬. প্রুফ রিডিং ৩-৪ বার
৭. ক্ষেত্র বিশেষে সম্পাদনা (এককভাবে বা কমিটি কর্তৃক)
৮. মূল্য নির্ধারণ

৯. গেট আপ মেক আপসহ ট্রেসিং
১০. পেস্টিং
১১. কভার ডিজাইন
১২. ইনার প্রস্তুত
১৩. ISBN নং সংগ্রহ
১৪. মুদ্রণ
১৫. বাঁধাই, ইত্যাদি

উপরোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি বই প্রস্তুত ক রা হয়। বইটি প্রস্তুত হওয়ার পর মুদ্রিত বই গ্রহণ, গুদামজাত করণ, শ্রেণি বিন্যাসকরণ, বিক্রয় ও বিতরনের জন্য প্যাকিং ও বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা ক রা হয়। সুতরাং বই প্রস্তুত থেকে শুরু করে বই বিক্রয় একটি দীর্ঘ মেয়াদী কাজ। অর্থাৎ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বই মুদ্রণ ও বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়।

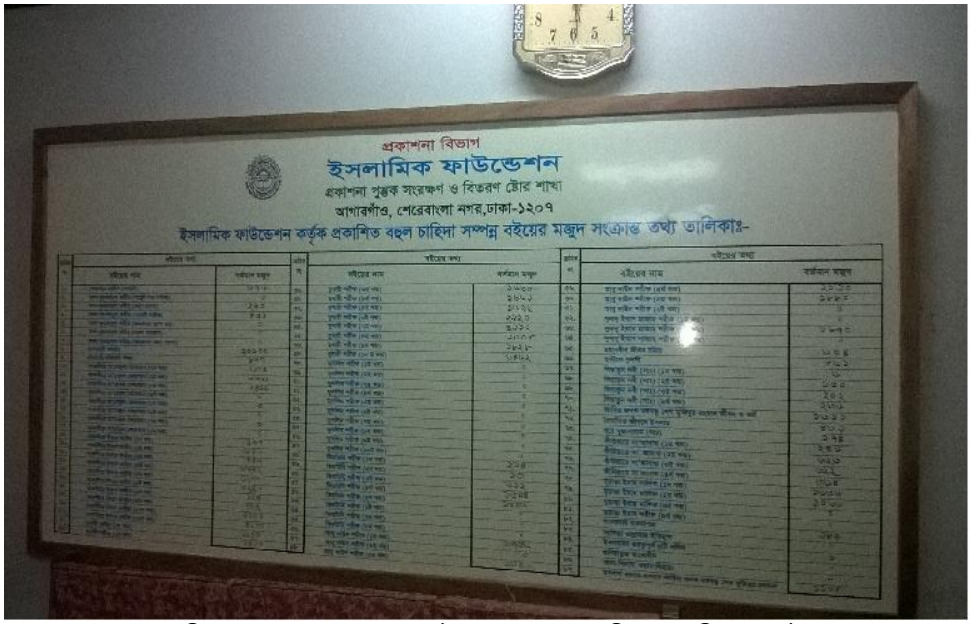

চিত্র-২: প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ে পুস্তকের তালিকা সম্বলিত বোর্ড

চিত্র-৩: ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরণের বই

সিলেট জেলার কার্যক্রমঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরঃ এই অর্থবছরে সিলেট জেলায় মোট প্রাপ্ত বইয়ের সংখ্যা ৩৮৫৪টি। এর মধ্যে কুরআন ও তাফসীর ৩৫০টি, হাদীস ৭০০টি, সীরাতে রাসুল (সঃ) ৪২০টি, শিল্পসাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আইন-বিচার, ইসলামী আদর্শ ও ধর্মতত্ত্ব ২৩৮৪টি। তন্মধ্যে বিক্রিত বইয়ের সংখ্যা ৫৭১টি। অধিক বিক্রিত বই হাদীস ও তাফসীর।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরঃ এই অর্থবছরে সিলেট জেলায় মোট প্রাপ্ত বইয়ের সংখ্যা ৪৭৭৪টি। এর মধ্যে কুরআন ও তাফসীর ৪৮০টি, হাদীস ৪৯০টি, সীরাতে রাসুল (সঃ) ৫৪০টি, শিল্পসাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আইন-বিচার, ইসলামী আদর্শ ও ধর্মতত্ত্ব ২৮৬৪টি। তন্মধ্যে বিক্রিত বইয়ের সংখ্যা ৮৬০টি। অধিক বিক্রিত বই হাদীস ও তাফসীর।

চিত্র-৪: সিলেট জেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভবনে স্থাপিত পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরঃ এই অর্থবছরে সিলেট জেলায় মোট প্রাপ্ত বইয়ের সংখ্যা ৩৮৫৪টি। এর মধ্যে কুরআন ও তাফসীর ৩৫০টি, হাদীস ৭০০টি, সীরাতে রাসুল (সঃ) ৪২০টি, শিল্পসাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আইন-বিচার, ইসলামী আদর্শ ও ধর্মতত্ত্ব ২৩৮৪টি। তন্মধ্যে বিক্রিত বইয়ের সংখ্যা ৫৭১টি। অধিক বিক্রিত বই হাদীস ও তাফসীর।

১২। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন কাজের বিবরণঃ

১২.১ **কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাঃ** উক্ত খাতে ২৭ জন জনবলের জন্য মোট ১৮০.৮৪ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল, এ খাতে বেতন-ভাতাদি প্রদানে পুরো টাকাটাই ব্যয় করা হয়। ২৭ জনের মধ্যে ৬জন কর্মকর্তা ও ২১ জন কর্মচারী এবং মোট জনবলের মধ্যে ২৩ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা।

চিত্র-২: প্রকল্পের কাজে নিয়োগকৃত ষ্টাফদের একাংশ

১২.২ **মুদ্রণ ও প্রকাশনাঃ** ডিপিপিতে মুদ্রণ ও প্রকাশনা খাতে ৫৯৩.৪১ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে যার মধ্যে ২০০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থার নিজস্ব। সংস্থানকৃত পুরো টাকাটাই এ খাতে ব্যয় হয়েছে। উল্লিখিত খাতে ২৭৮৬ ফরম্যাটের বই প্রকাশের কথা থাকলেও মোট ৪০২৫ ফরম্যাটের ১৪৩টি শিরোনামে বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ ডিপিপিতে উল্লেখ করা সংখ্যার তুলনায় প্রায় দ্বিগুন সংখ্যক বই প্রকাশ করা হয়েছে।

চিত্র-৩: প্রকল্প কার্যালয়ে স্থাপিত পুস্তক লাইব্রেরীতে সজ্জিত বই

১২.৩ **পরিবহন ব্যয়ঃ** প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত পুস্তক বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ উপলক্ষ্যে পরিবহন ব্যয় হিসেবে ৩০.১০লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল যার পুরোটই ব্যয় হয়েছে।

১২.৪ **স্টেশনারীঃ** প্রকল্পের বিভিন্ন স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয়ে ৭.৩১ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল এবং ৭.৩১ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়।

১২.৫ **কমিটি মিটিং :** প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী গঠিত বিভিন্ন কমিটির সভা করার জন্য ৩.৩৪ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে ৩.৩৪ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয় ।

১২.৬ **অন্যান্যঃ** এ খাতে ১৩.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল যার পুরোটাই এ খাতে ব্যয় করা হয়।

১২.৭ **মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ** মেরামরত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৪.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। পূর্বের প্রকল্পের গাড়ি এবং ফটোকপিয়ার মেশিন মেরামত ওরক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৪.০০লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) ইসলামী মূল্যবোধের প্রচার, প্রসার এবং মূল্যবোধকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ইসলামের বিভিন্ন দিক যেমন- এর দর্শন, তাহজীব-তমুদ্দুন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান এবং কারিগরি, সমাজ বিজ্ঞান, আইন এবং বিচার ইত্যাদি বিষয়ের উপর গ্রন্থ, বুকলেট, বিভিন্ন সাময়িকী এবং ম্যাগাজিন প্রকাশ করা।	ইসলামের বিভিন্ন দিক যেমন- এর দর্শন, তাহজীব-তমুদ্দুন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান এবং কারিগরি, সমাজ বিজ্ঞান, আইন এবং বিচার ইত্যাদি বিষয়ের উপর ১৪৩ ক্যাটাগরীর পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।
(খ) সাধারণ জনগণের চাহিদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য স্ব-নির্ভর করার মাধ্যমে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি সাধন করা।	বিভিন্ন পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি সাধন করা হয়েছে।
(গ) আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় কুরআন, হাদীস, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামী শরীয়ত ও আর্থ-সামাজিকসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রকাশনা।	আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় কুরআন, হাদীস, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামী শরীয়ত ও আর্থ-সামাজিকসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রকাশ করা হয়েছে।
(ঘ) আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ), সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও আওলিয়ায়ে কিরাম (র)-এর উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।	আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ), সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও আওলিয়ায়ে কিরাম (র)-এর উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে।
(ঙ) ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর যুগোপযোগী চাহিদার আলোকে গবেষণা পরিচালনা করা।	ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর যুগোপযোগী চাহিদার আলোকে গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে।
(চ) ইসলামী শরীয়াহ ও আইনের উপর বিশেষ গ্রন্থ সংকলন, প্রণয়ন ও প্রকাশনা।	ইসলামী শরীয়াহ ও আইনের উপর বিশেষ গ্রন্থ সংকলন, প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে।
(ছ) ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর পুনর্মুদ্রণসহ ৮৮ ক্যাটাগরীর পুস্তক, পত্রিকা ও গবেষণা পত্র প্রকাশ করা।	ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর পুনর্মুদ্রণসহ ১৪৩ ক্যাটাগরীর পুস্তক, পত্রিকা ও গবেষণা পত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪.০ উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে উহার কারণঃ ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৫.০ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৫.১ শিশু-কিশোর ও যুব সমাজের নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়ক পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে গুরুত্ব কম দেয়া;

১৫.২ ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত বইয়ের প্রচার কম হওয়া;

১৫.৩ পুস্তক বাধাঁইয়ের ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতির ব্যবহার অর্থাৎ হাতের সাহায্যে সকল বই বাঁধাই করা হয় যা দ্রুত গতিতে কাজ করার ক্ষেত্রে অন্তরায়;

১৫.৪ রিভলবিং ফান্ডের অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়া; এবং

১৫.৫ প্রকল্পের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে Internal Audit সম্পন্ন হলেও External Audit সম্পন্ন না হওয়া।

১৬। সুপারিশ/দিক নির্দেশনাঃ

১৬.১ শিশু-কিশোর ও যুব সমাজের চরিত্র গঠনের সহায়ক পুস্তকসহ কুরআন-হাদীসের অনুবাদ এবং তাফসীর ও জীবনী গ্রন্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে;

১৬.২ পুস্তক ও পত্রিকাসমূহ বিপণনের সুবিধার্থে বিভিন্ন ইসলামিক প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে প্রচারমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে বই প্রদর্শনী ও স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে স্টল নিয়ে বিক্রয় ও প্রচারের ব্যবস্থা করা যায়;

১৬.৩ প্রস্তক বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতির ব্যবহার অর্থাৎ হাতের সাহায্যে বই বাধাঁইয়ের পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে;

১৬.৪ রিভলবিং ফান্ডের অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;

১৬.৫ পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অধিক চাহিদা সম্পন্ন বই প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। বাজার যাচাই পূর্বক মুদ্রণযোগ্য বইয়ের সংখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারে; এবং

১৬.৬ প্রকল্পের External Audit সম্পন্ন করে তার ছায়ালিপি পরিকল্পনা কমিশন এবং আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৫ম পর্যায়) **(সংশোধিত)** শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৪)

১.০ প্রকল্পের নাম : মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৫ম পর্যায়) (সংশোধিত)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

৪.০ প্রকল্পের অবস্থান : দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮৫টি উপজেলায়

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত * বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৬৪৩৫৫.০০	৭৬৮৩৩.০০	৭৬৪৭১.৮৮	জানুঃ ২০০৯ হতে ডিসেঃ ২০১৩	জানুঃ ২০০৯ হতে ডিসেঃ ২০১৪	জানুঃ ২০০৯ হতে ডিসেঃ ২০১৪	১২১১৬.৮৮ (১৮.৮৩%)	১ বছর (২০%)

নোটঃ সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৬.১ **প্রকল্পের পটভূমি:** 'সবার জন্য শিক্ষা' এ ঘোষণাকে কর্মপন্থা ও কার্যক্রমে রূ পান্তরের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ এ বাংলাদেশ সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তন করে। 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রণয়ন এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক এবং বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়। গণমানুষের দোরগোড়ায় শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সকল পদ্ধতিতেই সমা ন্তরালভাবে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২ সাল থেকে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তন করে। প্রকল্পটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি বৃদ্ধি, সচেতনতা সৃষ্টি, আদর্শ ও উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন মানব সম্পদ তৈরী এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রকল্পের ৫ম পর্যায় গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম- ১ম পর্যায় মে, ১৯৯২ থেকে জুন, ১৯৯৫; ২য় পর্যায় জুলাই, ১৯৯৫ থেকে জুন, ২০০০; ৩য় পর্যায় জুলাই, ২০০০ থেকে ডিসেম্বর, ২০০৫ এবং ৪র্থ পর্যায় জানুয়ারী, ২০০৬ থেকে শুরু হয়ে ডিসেম্বর, ২০০৮-এ শেষ হয়েছে এবং প্রকল্পগুলোর সমাপ্তি মূল্যায়ন হয়েছে।

৬.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ভর্তির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশব্যাপী ২৪০০০টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩০,৯০,০০০ জন শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতি বছর ৩০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা;

(২) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী শিশুদের মধ্যে কমপক্ষে ৮০% শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা র জন্য ভর্তি উপযোগী করে তোলা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার বৃদ্ধি করা;

(৩) বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৯৬,০০০ জন বয়স্ক নিরক্ষরকে স্বাক্ষরতা এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা;

(৪) সারাদেশে ১২০০০ শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২১,০০ ,০০০ জন স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের সহীহ শুদ্ধভাবে পবিত্র কোরআন শরীফ শিক্ষাদান করা। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতি বছর ৩৫ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা;

(৫) প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় ১৫৩৬টি রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা; এবং

(৬) নতুন প্রজন্ম ও কয়েদীদের মাঝে নিয়মানুবর্তিতা, ধর্মীয় সচেতনতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

৬.৩ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত শিক্ষা কেন্দ্র/সেন্টার পরিচালনা করাঃ

- ২৪০০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র;

- ১২০০০টি সহজ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র;
- ৭৬৮টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র;
- ৪৮৫টি মডেল সেন্টার; এবং
- ১০৫১টি সাধারণ রিসোর্স সেন্টার।

৭.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বা ন্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	সংশোধিত অনুমাদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	বই-খাতা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা	সংখ্যা	২১২৭৬২	৩৩৭৪.১২	২১২৭৬২	৩৩৭৪.০৯
২	প্রশিক্ষণ ব্যয়	জন	২০৫৬০৮	৭৯০.৫৫	২০৫৬০৮	৭৯০.৫১
৩	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৩	২৪.০০	২	১৪.০০
৪	শ্রেষ্ঠ পুরস্কার (শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কেয়ারটেকার)	সংখ্যা	৬২৬৭০২	৮০০.৩৩	৬২৬৭০৬	৮০০.৩২
৫	সম্মানী (শিক্ষক, কেয়ারটেকার)	সংখ্যা	২৫১১২৮	৫৫৯৫৪.৪০	২৫১১২৮	৫৫৯৯১.১৫
৬	কমিটির সভা	সংখ্যা	৪৪৮৬৩	২০২.৪৭	৪৩২২৬	২০২.৪১
৭	যানবাহন (নতুন)	সংখ্যা	১৭৭	২১৭.৬০	১৭৭	২১৭.৬০
৮	অফিস সরঞ্জাম ক্রয়/ সরবরাহ	সংখ্যা	৭৩	১২.৩৮	৭৩	১২.৩৮
৯	আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	৫০৬	১৬.০২	৫০৬	১৬.০২
১০	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৭৭	৩৯৪.০৮	৭৭	৫০২.৫২
১১	কর্মচারীদের বেতন	জন	৫৫৮	১৯৪২.৫০	৫৫৮	২০২৯.০০
১২	ভাতা	জন	৬৩৫	৩৩৫৮.২২	৬৩৫	৩১৬৩.০৬
১৩	পরিদর্শন ও মনিটরিং	থোক	-	১৩৭৫.২৩	-	১৩৭২.৬৯
১৪	আনুষাঙ্গিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	সংখ্যা	৩৬৭৬৮	৩৫৫৫.৮৩	৩৬৭৬৮	৩৫৫৫.৫৩
১৫	অফিস ভাড়া	সংখ্যা	৬১	১৭৪.৬১	৬১	১৭৪.৬০
১৬	টেলিফোন বিল	সংখ্যা	৬৫	৫৪.০৬	৬৫	৫৪.০৪
১৭	যানবাহন রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন	সংখ্যা	৬৫৯	৮৪.৮৯	৬৫৯	৮৩.৮৮
১৮	গ্যাস চালিত যানবাহনের জ্বালানী	সংখ্যা	৬	৪৮.৩৬	৬	৪৭.৩৪
১৯	পেট্রোল চালিত যানবাহনের জ্বালানী	সংখ্যা	৬৫৯	১১৮৫.৩৩	৬৫৯	১১০৪.৯৯
২০	যানবাহনের বীমা	সংখ্যা	৬৫৯	১৪০.২৯	৬৫৯	১৩৬.০২
২১	ব্যাংক চার্জেস	সংখ্যা	৬৫	১৯৩.২০	৬৫	১৪১.৮৬
২২	স্টেশনারী, সীল, স্ট্যাম্প	সংখ্যা	৬৫	১০৯.৫০	৬৫	১০৮.৪৯
২৩	পুস্তক ও সাময়িকী	সংখ্যা	৬৫	৬৬৮.৭১	৬৫	৬৬৮.৬৯
২৪	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	সংখ্যা	৬৫	৫৫.০৬	৬৫	৫৫.০৫
২৫	আপ্যায়ন	সংখ্যা	৬৪	৬২৪.৮৯	৬৪	৬২৪.৮৭
২৬	শিক্ষা উপকরণ পরিবহন ব্যয়	সংখ্যা	৬৪	২৪৩.৭০	৬৪	১৭৪.৬৯
২৭	কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার মেশিনের যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৬৫	৭৫.০৯	৬৫	৭৫.০৮
২৮	পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান	সংখ্যা	৬৫	২৯.১২	৬৫	২৯.১১
২৯	অন্যান্য ব্যয়/বিবিধ ব্যয়	সংখ্যা	৬৫	১৬১.৫৫	৬৫	১৬১.৫৪
৩০	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	৬৫৯	২৩১.১৩	৬৫৯	২২৯.৯৩
৩১	আসবাবপত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	৬৫	১৫৯.২০	৬৫	১৫৯.১৬
৩২	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	৬৫	৬৮.৫৮	৬৫	৬৮.৫২
৩৩	কন্টিনজেন্সী	থোক	৬৫	৫০৮.০০	৬৫	৩৩২.৭৪
	মোটঃ			**৭৬৮৩৩.০০**		**৭৬৪৭১.৮৮**

৮.০ <u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ</u>:প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৯.০ <u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত:</u>

৯.১ **<u>প্রকল্পের অনুমোদনঃ</u>** প্রকল্পটির ডিপিপি'র উপর বিগত ১৭/০৬/২০০৮ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৮/০৪/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক কর্তৃক ৬৪৩৫৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে, জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

৯.২ **প্রকল্প সংশোধন:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষা উপকরণ/বই-খাতা মুদ্রণ ও প্রকাশনা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, শিক্ষক ও কেয়ারটেকারদের সম্মানী বৃদ্ধি, জ্বালানী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি এবং মেয়াদকাল ১ বছর বৃদ্ধিকল্পে সংশোধিত প্রকল্পটির পুনর্গঠিত আরডিপিপি ২৫/০৪/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক কর্তৃক ৭৬৮৩৩.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে, জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

১০.০ বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য):

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়
২০০৮-২০০৯	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০
২০০৯-২০১০	১৩৭৩৭.০০	১৩৭৩৭.০০	১৩৬০০.০৮
২০১০-২০১১	১১৯০০.০০	১১৯০০.০০	১১৮৯৬.৮৯
২০১১-২০১২	১২৪২২.০০	১২৪২২.০০	১২৪১৭.০০
২০১২-২০১৩	১৩১৩০.০০	১৩১৩০.০০	১৩০৮৮.২৪
২০১৩-২০১৪	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০	১৩৯৯৯.৬৭
২০১৪-২০১৫	৯৮৯০.০০	৯৮৯০.০০	৯৮৭০.০০
মোটঃ	**৭৬৬৭৯.০০**	**৭৬৬৭৯.০০**	**৭৬৪৭১.৮৮**

১১.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দায়িত্ব পালনের মেয়াদকাল	
০১	জনাব এ.কে.এম. কামরুজ্জামান পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	১৮/০৩/২০০৯	১১/০৭/২০১১
০২	জনাব এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	১২/০৭/২০১১	৩১/১২/২০১৪

১২.০ প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি: প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:

(ক) প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা;
(খ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য;
(গ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত সকল দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা; এবং
(ঘ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত বর্তমান কার্যক্রম পর্যালোচনা।

১৩.০ প্রকল্পের বাস্তবায়িত প্রধান অংগসমূহঃ

১৩.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাঃ প্রকল্পের আওতায় ৭৭ জন কর্মকর্তা ও ৫৫৮ জন কর্মচারীর পদ সংস্থান ছিল। আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা খাতে ৫৬৯৪.৮০ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয় ৫৬৯৪.০০ লক্ষ টাকা;

১৩.২ প্রশিক্ষণ ব্যয়ঃ গণশিক্ষায় নিয়োগকৃত মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনের প্রশিক্ষণের জন্য আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৭৯০.৫৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৭৯০.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়;

১৩.৩ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার (শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কেয়ারটেকার): গণশিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োগকৃত শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কেয়ারটেকারদের প্রকল্প থেকে মাঝে মাঝে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ বাবদ ৮০০.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়;

১৩.৪ সম্মানী (শিক্ষক, কেয়ারটেকার): প্রকল্পের গণশিক্ষা পাঠ দানে নিয়োজিত শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট মসজিদের কেয়ারটেকারদের সম্মানী বাবদ ৫৫৯৫৪.৪০ লক্ষ টাকা আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৫৫৯৯১.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়;

১৩.৫ যানবাহন ক্রয়ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা ও থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের গণশিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য প্রকল্পের আওতায় ১টি মাইক্রোবাস ও ১৭৬টি মটর সাইকেল ক্রয় করা হয়। এ বাবদ আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ২১৭.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়;

১৩.৬ পুস্তক ও সাময়িকীঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতায় ধর্মীয় পুস্তক, ম্যাগাজিন, সাময়িকী প্রস্তুত করার জন্য প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপিতে ৬৬৮.৭১ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৬৬৮.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়;

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শন: আলোচ্য প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করার লক্ষ্যে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব মৌসুমী খানম কর্তৃক ২৫/০৮/২০১৬ তারিখে সিলেট জেলা, ২৬/০৮/২০১৬ তারিখে হবিগঞ্জ জেলা, ২১/১১/২০১৫ তারিখে বান্দরবান জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। কেন্দ্রওয়ারী পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

১৪.১ **সিলেট জেলাঃ** সিলেট জেলায় মোট ১২৫৭টি কেন্দ্র রয়েছে- যার মধ্যে ৬৮৬টি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র, ৫০৯টি সহজ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র এবং ১২টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র। এছাড়াও ১৫টি মডেল রিসোর্স সেন্টার এবং ৩৫টি সাধারণ রিসোর্স সেন্টার রয়েছে। এ জেলায় ৭টি কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। সিলেট সদর উপজেলার বালুচর সাধারণ রিসোর্ট সেন্টারে তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩০ জন। পরিদর্শনের সময় ৩ ৫ জন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল। কারণ ৫ জন অতিরিক্ত ভর্তি রাখা হয়। হাজিরা খাতায় ছাত্র-ছাত্রীদের বিগত কয়েকদিনের উপস্থিতি যাচাই করে দেখা যায় যে, উপস্থিতি স ন্তোষজনক এবং গড় উপস্থিতি ৩০ জন। এ কেন্দ্রের শিক্ষিকার নাম নাজনীন বেগম, তিনি জুলাই, ২০১০ থেকে কর্মরত আছেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে "আমার প্রথম পড়া" ও "কায়দা ও দ্বিনী শিক্ষা" নামে দুটি বই, ১টি করে স্লেট এবং লেখার জন্য চক দেয়া হয়। তাছাড়া কেন্দ্রে ১টি করে ব্ল্যাক বোর্ড, পরিদর্শন খাতা, স্টক রেজিষ্টার, পাঠদান বই , সাইনবোর্ড, হাজিরা খাতা এবং মাদুর সরবরাহ করা হয়। প্রতিমাসে শিক্ষককে ১/২ বার ক্লাষ্টার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তবে এ কেন্দ্রে টিনের ঘরে শিশুদের পড়ানো হয়। পরিদর্শনের দিন দেখা যায়, এ কেন্দ্রের সিলিং ফ্যানটি নষ্ট। ফলে শিশুদের গরমের মধ্যে পড়াশুনায় খুব কষ্ট হচ্ছে।

সিলেট সদর উপজেলার বালুচর প্রাক-প্রাথমিক পাঠদান কেন্দ্র

১৪.২ **হবিগঞ্জ জেলাঃ** হবিগঞ্জ জেলায় মোট ৭৭৮টি কেন্দ্র রয়েছে- যার মধ্যে ৩৮২টি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র, ৩৫২টি সহজ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র এবং ১২টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র। এছাড়াও ৯টি মডেল রিসোর্স সেন্টার এবং ২৩টি সাধারণ রিসোর্স সেন্টার রয়েছে। এ জেলায় ৫টি কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। কেন্দ্রগুলো হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় অবস্থিত। প্রতিটি কেন্দ্রে তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩০ জন। পরিদর্শনের সময় ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল। হাজিরা খাতায় ছাত্র-ছাত্রীদের বিগত কয়েকদিনের উপস্থিতি যাচাই করে দেখা যায় যে, উপস্থিতি স ন্তোষজনক এবং গড় উপস্থিতি ২৯ জন । জুলাই, ২০১২ থেকে শিক্ষকদের মাসিক সম্মানী ২,০০০/= টাকা প্রদান করা হয় এবং প্রত্যেক শিক্ষককে বছরে ২টি করে ইনসেনটিভ দেয়া হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে "আমার প্রথম পড়া" ও "কায়দা ও দ্বিনী শিক্ষা" নামে দুটি বই, ১টি করে স্লেট এবং লেখার জন্য চক দেয়া হয়। তাছাড়া কেন্দ্রে ১টি করে ব্ল্যাক বোর্ড, পরিদর্শন খাতা, স্টক রেজিষ্টার, পাঠদান বই , সাইনবোর্ড, হাজিরা খাতা এবং মাদুর সরবরাহ করা হয়। প্রতিমাসে শিক্ষককে ১/২ বার ক্লাষ্টার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৪.৩ **বান্দরবান জেলাঃ** বান্দরবান জেলায় মোট ৩৭১টি কেন্দ্র রয়েছে- যার মধ্যে ২২৯টি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র, ১৪৪টি সহজ কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র এবং ১২টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র। এছাড়াও ৬টি মডেল রিসোর্স সেন্টার এবং ১৬টি সাধারণ রিসোর্স সেন্টার

রয়েছে। বান্দরবান জেলার সদর উপজেলায় ৫টি কেন্দ্রটি পরিদর্শন করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩০ জন। পরিদর্শনের সময় ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল। হাজিরা খাতায় ছাত্র-ছাত্রীদের বিগত কয়েকদিনের উপস্থিতি যাচাই করে দেখা যায় যে, উপস্থিতি স ন্তোষজনক এবং গড় উপস্থিতি ৩০ জন। জুলাই, ২০১২ থেকে শিক্ষকদের মাসিক সম্মানী ২,০০০/= টাকা প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রত্যেক শিক্ষককে বছরে ২টি করে ইনসেনটিভ দেয়া হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে "আমার প্রথম পড়া" ও "কায়দা ও দ্বিনী শিক্ষা " নামে দুটি বই, ১টি করে স্লেট এবং লেখার জন্য চক দেয়া হয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রে ১টি করে ব্ল্যাক বোর্ড, পরিদর্শন খাতা, স্টক রেজিষ্টার, পাঠদান বই , সাইনবোর্ড, হাজিরা খাতা এবং মাদুর সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিমাসে শিক্ষককে ১/২ বার ক্লাষ্টার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কেন্দ্রগুলোর শিক্ষার মান ও পরিবেশ সুন্দর প্রতীয়মান হয়েছে।

১৫.০ <u>প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জন:</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ভর্তির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশব্যাপী ২৪০০০টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩০,৯০,০০০ জন শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতি বছর ৩০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা;	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ভর্তির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশব্যাপী ২৪০০০টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩০,৯০,০০০ জন শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতি বছর ৩০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয;
২) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী শিশুদের মধ্যে কমপক্ষে ৮০% শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ভর্তি উপযোগী করে তোলা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার বৃদ্ধি করা;	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী শিশুদের মধ্যে কমপক্ষে ৮০% শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ভর্তি উপযোগী করে তোলা হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার বৃদ্ধি করা হয়;
৩) বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৯৬,০০০ জন বয়স্ক নিরক্ষরকে স্বাক্ষরতা এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা;	বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৯৬,০০০ জন বয়স্ক নিরক্ষরকে স্বাক্ষরতা প্রদান করা হয় এবং তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়;
৪) সারাদেশে ১২০০০ শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২১,০০,০০০ জন স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের সহীহ শুদ্ধভাবে পবিত্র কোরআন শরীফ শিক্ষাদান করা। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতি বছর ৩৫ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা;	সারাদেশে ১২০০০টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২১,০০,০০০ জন স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের সহীহ শুদ্ধভাবে পবিত্র কোরআন শরীফ শিক্ষা দান করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতি বছর ৩৫ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়;
৫) প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় ১৫৩৬টি রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা;	প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় ১৫৩৬টি রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়;
৬) নতুন প্রজন্ম ও কয়েদীদের মাঝে নিয়মানুবর্তিতা, ধর্মীয় সচেতনতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।	নতুন প্রজন্ম ও কয়েদীদের মাঝে নিয়মানুবর্তিতা, ধর্মীয় সচেতনতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে সভার আয়োজন করা হয়।

১৬.০ <u>প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ</u>:

১৬.১ **<u>শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ রাখার ব্যবস্থা না থাকাঃ</u>**কোমলমতি শিক্ষার্থীদের যে সব শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হয় (চক, বই, স্লেট) সেগুলো রাখার জন্য কোন উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীদের চক, বই ও স্লেট বহনে কিছুটা সমস্যা হয়।

১৬.২ **<u>প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রে ফ্যান না থাকাঃ</u>** সিলেট সদরের বালুচর সাধারণ রিসোর্ট সেন্টারে দেখা যায়, একটি ভাড়া বাড়ীতে টিনের ঘরে শিশুদের পাঠদান চলছে। অথচ গরমের দিন সেখানে কোন বৈদ্যুতিক ফ্যান নেই। দায়িত্বরত শিক্ষক জানান, বৈদ্যুতিক ফ্যান ২/৩ দিন পূর্বে নষ্ট হয় এবং তা বাড়ির মালিককে জানানো হয়।

১৭.০ <u>সুপারিশ/দিক-নির্দেশনা</u>:

১৭.১ এ প্রকল্পের বর্তমানে চলমান ৬ষ্ঠ পর্যায় থেকে ছোট ছোট বাচ্চাদের চক ও আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র রাখার জন্য সুলভমূল্যে একটি প্লাষ্টিকের বক্স দেয়া যেতে পারে;

১৭.২ সিলেট সদরের বালুচর সাধারণ রিসোর্ট সেন্টারে ফ্যান নষ্ট থাকায় টিনের ঘরে গরমের মধ্যে শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা যায়। শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অন্য সেন্টারগুলোতে যেন এ ধরনের সমস্যা না থাকে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক যথাযথ মনিটরিং করবে;

১৭.৩ প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়নকাল অপেক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে ১ বছর (২০%) সময় বেশী অতিক্রান্ত হয়েছে এবং মূল ব্যয় অপেক্ষা ১২১১৬.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে বেনিফিশিয়ারীদের সরকারের ব্যয়িত অর্থের উপযোগীতা পেতে বিলম্ব হয়েছে। তাই অত্যাবশ্যকীয় না হলে প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধির এ সংস্কৃতি পরিহার/নিরুৎসাহিত করা বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়/সংস্থা ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব প্রদান করবে;

১৭.৪ এ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে চলমান “মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পর্যায়)” প্রকল্পের আওতাভুক্ত কেন্দ্রগুলো যেন ফিল্ড সুপারভাইজারগণ কর্তৃক নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হয় সেজন্য জেলা পর্যায়সহ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সচেষ্ট থাকতে হবে এবং মনিটরিং-এর ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কেন্দ্রগুলোকে যেন গুরুত্ব দেয়া হয়;

১৭.৫ ১৭.১ থেকে ১৭.৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দিক নির্দেশনার বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে জানাতে হবে।